যায়যায়দিন

তারিখ 26 MAR 2009

ভোলার মাদ্রাসায় মিনি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি

এ বিষয়ে আরো নজরদারি প্রয়োজন

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার প্রত্যন্ত সাচরা ইউনিয়নের রামকেশব গ্রামে অবস্থিত বিএনপির প্রভাবশালী নেতা, সাবেক মন্ত্রী মেজর (অব.) হাফিজের ভাতিজা এবং বিএনপি নেতা সাবেক এমপি নকিব চৌধুরীর জামাতা লন্ডন প্রবাসী ফয়সালের অর্থায়নে পরিচালিত গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসা ও এতিমখানায় অভিযান চালিয়ে মঙ্গলবার র‍্যাব-৮ এর সদস্যরা দুইটি পিস্তল, দুইটি রিভলবার, দুইটি শটগান, দুইটি রাইফেল, একটি স্নাইপার রাইফেল, একটি তীর ধনুক, অর্ধশতাধিক তীর, দুইটি কমপেস্ট পোশাক, ৩৭টি জেহাদি বই, তিন হাজার বোমার স্প্লিন্টার বল, পিস্তল ও রিভলভারের এক হাজার রাউন্ড গুলি, একটি বোমা ব্লাস্টার, বোমা বিস্ফোরক তৈরির বিপুল পরিমাণ সরঞ্জামাদি, দুইটি ওয়াকিটকি, দুইটি রিমোট, আধাকেজি গান পাউডার, দুইটি ব্রিফকেস ও অন্যান্য বিস্ফোরক উদ্ধার করে। অভিযানে মাদ্রাসা শিক্ষক রাসেলসহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্বদানকারী বরিশাল র‍্যাবের লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মামুন সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রাথমিকভাবে তারা ধারণা করছেন, জেএমবি বা ওই জাতীয় কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী নাশকতার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এসব অস্ত্রশস্ত্র এখানে মজুদ করেছে। এছাড়া এ মাদ্রাসাটি জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলেও র‍্যাব কর্মকর্তারা মনে করছেন।

এ বিষয়ে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মামুন বিবিসিকে দেয়া এক ব্রিফিংয়ে বলেন, এখানে যেসব সরঞ্জাম পাওয়া গেছে, এগুলো দিয়ে যা করা যায়, সেটা হচ্ছে, এক্সপ্লোসিভ ও অ্যামুনেশন বানানো। এছাড়া এগুলোকে ধ্বংস করার জন্য যেসব আনুষঙ্গিক জিনিস দরকার, সে জিনিসগুলোও এখানে আছে। যেটাকে ছোটখাটো একটা মিনি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বলা যেতে পারে।

গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসা ও এতিমখানাটিকে মিনি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির সঙ্গে তুলনার কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। সাধারণত ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যে ধরনের কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থাকে গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসাটিও সে ধরনের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে স্থাপিত। উপরে টিনশেড একতলা মাদ্রাসা ভবনগুলো চারদিক থেকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, বাইরে থেকে ভেতরের অবস্থা বোঝার উপায় নেই। মাদ্রাসার চারপাশে গভীর পরিখার মতো করে খাল খনন করা হয়েছে। এ খালই চারপাশের প্রতিরক্ষা দেয়ালের কাজ করে। এছাড়া মাদ্রাসার প্রবেশ পথটিও বিশেষভাবে তৈরি করা। ফটকের প্রবেশ পথে পরিখার ওপর বিশেষ কায়দায় একটি ছোট সেতু বা কালভার্ট বানানো হয়েছে। সেটার মাঝখানে কব্জাযুক্ত লোহার পাটাতন রয়েছে। পাটাতনের মাথায় লোহার শিকল লাগানো। ভেতর থেকে শিকল টেনে লোহার পাটাতনটি ভেতরের দিকে তুলে ফেলা যায়। তাতে আর কারো পক্ষে ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

অভিনব এ মাদ্রাসা ও এতিমখানার ছাত্রসংখ্যা মাত্র ১১ জন, যাদের বয়স ৫ থেকে ১১ বছরের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার আড়ালে এখানে গড়ে উঠেছে মিনি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বা জঙ্গি ঘাঁটি অথবা জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ধারণা করা যায়, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দক্ষিণাঞ্চলের কোনো জেলায় নাশকতার জন্য এসব অস্ত্র জড়ো করা হয়েছিল। এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে, তেঁতুলিয়া নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত এ জঙ্গি ঘাঁটি থেকে আরো অস্ত্র ও গোলাবারুদ নদীপথে বের হয়ে ভোলাসহ দক্ষিণাঞ্চলের অন্য জেলায় চলে গিয়েছে কি না। অবশ্য এ জন্য সতর্কতা হিসেবে ভোলা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোয় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

১১ জন ছাত্র অধ্যুষিত ভোলার এ মাদ্রাসার মতো অসংখ্য মাদ্রাসা বাংলাদেশে আছে যেখানে ছাত্রসংখ্যা গড়ে ২০ থেকে ৩০ জন। কোনো কোনো মাদ্রাসায় এমনও দেখা যায়, ছাত্রদের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। কিছুদিন ধরে গাজীপুর জেলায় জঙ্গি তৎপরতা বেড়ে গেছে। গাজীপুরের টঙ্গীতে আবাসিক এলাকায় বাড়ি ভাড়া করা মাদ্রাসা আছে অসংখ্য। গাইবান্ধা জেলায়ও এ রকম অসংখ্য মাদ্রাসা আছে যাতে ছাত্রসংখ্যা খুবই কম।

এসব মাদ্রাসায় আসলে কী হচ্ছে তা নিরূপণ করা সময়ের দাবি। দেশের প্রতিষ্ঠিত-অপ্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও এতিমখানাগুলো সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ধারণা দেশের সব মাদ্রাসা ও এতিমখানায় একযোগে অভিযান চালালে আরো মিনি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বেরিয়ে আসবে। মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে কঠোর অবস্থানে গেলে তবে হয়তো জঙ্গি সমস্যার সমাধান আশা করা যায়। অন্যথায় সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।